# ইউনিট-৭

## নিজের মৃত্যু সম্বন্ধে যীশুর ভবিষ্যদ্বাণী

### ভূমিকা

*যীশু কেবল কোন একটি বিশেষ জাতি বা গোষ্ঠীর ত্রাণকর্তা নন, তিনি সকল মানুষেরই ত্রাণকর্তা বা মুক্তিদাতা। মানবজাতির পরিত্রাণের জন্য যীশুর আত্মবলিদানের প্রেক্ষাপট পুরাতন নিয়মে নবী যিশাইয়ার গ্রন্থে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে। অবশ্য যীশু যে মানুষের পরিত্রাণের জন্যই ক্রুশীয় মৃত্যু বরণ করে পুনরুত্থান করবেন তা অন্যান্য বহু নবী ও প্রবক্তাই তাঁদের ভবিষ্যদ্বাণীতে প্রকাশ করেছেন।এ জগতে মানুষের জীবনে যে সব দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক দুঃখ-কষ্ট, ব্যথা-বেদনা, অভাব-অনটন, বিশেষ করে পাপজনিত ক্ষত বিদ্যমান তা সে একা বা এমনকি সমষ্টিগতভাবে নিরাময় করতে অক্ষম। তাই ঈশ্বরের পরিকল্পনায় মানবজাতিকে তার সকল বাধা-বন্ধন ও পাপের দাসত্ব হতে মুক্তি দেওয়ার জন্য প্রভুর অনুগত সেবক হিসাবে যীশু মানুষের সকল দুঃখ-কষ্ট নিজের উপরে তুলে নিবেন। তাই যীশুকে বলা হয় "কষ্টভোগী সেবক"।"দেখ, আমার দাস কৃতকার্যই হবেন: তিনি উন্নত হবেন, উত্তোলিত হবেন, হবেন মহামহিম। ... তিনি আমাদেরই যন্ত্রণা তুলে বহন করেছেন;; বরণ করে নিয়েছেন আমাদের যত কষ্ট; আর আমরা নাকি মনে করছিলাম, তিনি প্রহারিত, পরমেশ্বরের দ্বারা আঘাতগ্রস্ত, জর্জরিত! তিনি বরং আমাদেরই অন্যায়-অপকর্মের জন্য অপমানের পাত্র হয়েছেন; আমাদের শঠতার জন্যই চূর্ণবিচূর্ণ হয়েছেন; আমাদের শান্তির পণ সেই শাস্তি তাঁর উপরে নেমে পড়ল। তাঁরই ক্ষতগুণে আমরা নিরাময় হলাম। ... প্রভু আমাদের সকলের অপরাধ তাঁরই উপরে চেপে দিলেন। অত্যাচারিত হয়ে তিনি দুঃখভোগ স্বীকার করলেন – তবু খুললেন না মুখ।... কেননা তিনি মৃত্যু পর্যন্তই নিজের প্রাণ উজাড় করে দিলেন, এবং বিদ্রোহীদের একজন বলে গণ্য হলেন; অথচ তিনি বহু মানুষের পাপ বহন করছিলেন এবং বিদ্রোহীদের হয়ে প্রার্থনা করছিলেন" (ইসাইয়া ৫২:১৩-৫৩:১২)। যীশুখ্রিষ্টের পরার্থে আত্মদানকে কষ্টভোগী সেবকের ভূমিকায় সাধু পলও এমনিভাবেই চিত্রায়িত করেছেন : "তিনি তো স্বরূপে ঈশ্বর হয়েও ঈশ্বরের সমতুল্যতাকে আঁকড়ে থাকতে চাইলেন না; বরং নিজেকে তিনি রিক্ত করলেন; দাসের স্বরূপ গ্রহণ ক'রে তিনি মানুষের মতো হয়েই জন্ম নিলেন। আকারে প্রকারে মানুষের মতো হয়ে তিনি নিজেকে আরও নমিত করলেন; চরম আনুগত্য দেখিয়ে তিনি মৃত্যু, এমনকি ক্রুশেই মৃত্যু মেনে নিলেন। তাই ঈশ্বর তাঁকে সব-কিছুর ওপরে উন্নীত করলেন, তাঁকে দিলেন সেই নাম, সকল নামের শ্রেষ্ঠ যে নাম, যেন যীশুর নামে আনত হয় প্রতিটি জানু – স্বর্গে, মর্ত্যে ও পাতালে – প্রতিটি জিহ্বা যেন এই সত্য ঘোষণা করে : যীশুখ্রীষ্ট স্বয়ং প্রভু, আর এতেই যেন প্রকাশিত হয় পিতা ঈশ্বরের মহিমা" (ফিলিপিয় ২:৫-১১)। যীশু নিজেই সেই পাস্কা মেষশাবক যার রক্তমূল্যে মানুষ পরিত্রাণ লাভ করে। যিহুদি প্রধান যাজকদের ও ফরিসিদের মহাসভার এক অধিবেশনে সে বছরের মহাযাজক কাইয়াফাও ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেছিলেন : "যীশুকে যিহুদি জাতির জন্য মরতেই হবে। আর শুধু সেই জাতির জন্য নয়, তাঁকে এই জন্যেও মরতে হবে, যাতে চারদিকে ছড়িয়ে পড়া ঈশ্বর-সন্তানদের জড়ো ক'রে এনে তিনি তাদের একত্রিতই করতে পারেন" (যোহন ১১:৫১-৫২)।*

# পাঠ–১ : যীশুর দিব্য রূপান্তর
# (মথি ১৭:১-১৩)

**উদ্দেশ্য**

এই পাঠশেষে আপনি

- যীশু আসলে কে ছিলেন তা বলতে পারবেন।
- নিজের মৃত্যু সম্বন্ধে যীশুর ভবিষ্যদ্বাণী ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- দিব্যরূপান্তরের সময় যীশুর পরিবর্তিত চেহারার বর্ণনা দিতে পারবেন।

**বিষয়বস্তু**

### ৭.১.১ প্রভু যীশুর উজ্জ্বল চেহারা

যীশু কেবল পিতর, যাকোব এবং যাকোবের ভাই যোহনকে সংগে নিয়ে একটা উঁচু পাহাড়ে গেলেন। তাঁদের সামনে যীশুর চেহারা বদলে গেল।তাঁর মুখ সূর্যের মতো উজ্জ্বল এবং তাঁর কাপড় আলোর মতো সাদা হয়ে গেল। তাঁরা মোশি এবং এলিয়কে যীশুর সংগে কথা বলতে দেখলেন।

তখন পিতর যীশুকে বললেন, “প্রভু, ভালই হয়েছে যে, আমরা এখানে আছি। আপনি যদি চান তবে আমি এখানে তিনটা কুঁড়ে-ঘর তৈরি করব – একটা আপনার, একটা মোশির ও একটা এলিয়ের জন্য।”

### ৭.১.২

পিতর যখন কথা বলছিলেন, তখন একটা উজ্জ্বল মেঘ তাঁদের ঢেকে ফেলল। সেই মেঘ থেকে এই কথা শোনা গেল, “ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, এঁর উপর আমি খুবই সন্তুষ্ট। তোমরা এঁর কথা শোন।”

এই কথা শুনে শিষ্যেরা খুব ভয় পেয়ে মাটিতে উবুড় হয়ে পড়লেন। তখন যীশু এসে তাঁদের ছুঁয়ে বললেন, “ওঠো, ভয় কোরো না।” তখন তাঁরা উপরের দিকে তাকিয়ে কেবল যীশু ছাড়া আর কাউকে দেখতে পেলেন না।

যখন তাঁরা সেই পাহাড় থেকে নেমে আসছিলেন তখন যীশু তাঁদের এই আদেশ দিলেন, “তোমরা যা দেখলে, মনুষ্যপুত্র মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে না ওঠা পর্যন্ত তা কাউকে বোলো না।”

### ৭.১.৩

শিষ্যেরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, “তাহলে ধর্ম-শিক্ষকেরা কেন বলেন যে, প্রথমে এলিয়ের আসা দরকার?”

যীশু তাঁদের উত্তর দিলেন, “সত্যিই এলিয় আসবেন এবং সব কিছু আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনবেন। কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, এলিয় এসেছিলেন আর লোকে তাঁকে চিনতে পারেনি। লোকেরা তাঁর উপর যা ইচ্ছা তা-ই করেছে। এইভাবে মনুষ্যপুত্রকেও লোকদের হাতে কষ্টভোগ করতে হবে।” তখন শিষ্যেরা বুঝতে পারলেন যে, তিনি তাঁদের কাছে বাপ্তিস্মদাতা যোহনের বিষয় বলছেন।

**সার-সংক্ষেপ**

প্রার্থনায় নিমগ্ন প্রভু যীশুর মুখ সূর্যের মতো উজ্জ্বল হয়েছিল। এই উজ্জ্বল আলোটি যীশুর ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছিল। এই আলো ছিল ঈশ্বরের দীপ্তি। যীশুর উজ্জ্বল পোষাক আর দীপ্তিময় দেহখানি ছিল বাইরের আবরণ মাত্র।

মোশি ও এলিয় ছিলেন যথাক্রমে বিধি-ব্যবস্থা ও প্রবক্তাকুলের প্রতীক। তাঁরা যীশুর মৃত্যু ও তাঁর স্বর্গে যাবার বিষয় নিয়ে কথা বললেন।

এসব দেখে পিতর তিনটি ঘর বানানোর প্রস্তাব করলেন। আর ঠিক তখনই একটি উজ্জ্বল মেঘ এসে তাঁদের আচ্ছাদিত করলো। মেঘের ভিতর থেকে এই বাণী ধ্বনিত হলো, ‘ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, ইহার কথা শোন’।

**মনে রাখুন**

ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, এর উপর আমি খুবই সন্তুষ্ট। তোমরা এর কথা শোন।

### শব্দার্থ ও শব্দটীকা

**এলিয়**

একজন প্রবক্তা ছিলেন। তিনি প্রভু যীশুর জন্মের প্রায় ৮৫০ বছর আগে এই পৃথিবীতে ছিলেন। যীশুর রূপান্ড়রের সময় তিনি এসেছিলেন।

**মোশি**

ইনি যিহুদী জাতির বিধিব্যবস্থা ও নিয়ম প্রবর্তক। তিনি খ্রীষ্টপূর্ব ১৫৭১ অব্দে মিশরে জন্মগ্রহণ করেন। ফারাওর কন্যা তাঁকে পোষ্যপুত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। হোরেব পর্বতে জ্বলন্ত ঝোপের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর নিজেকে মোশির নিকট প্রকাশ করেছিলেন এবং সীনাই পর্বতে তাঁর নিকট দশ-আজ্ঞা দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর স্ব-জাতিকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করেছিলেন। তাবর পর্বতে যীশুর দিব্য রূপান্তরের সময় তিনি এসেছিলেন।

**যীশু নামের অর্থ**

হিব্রু ভাষায় যীশুর নাম হলো 'যিহোশূয়া'। 'যিহোশূয়া' শব্দের অর্থ হলো 'ঈশ্বর পরিত্রাণ করেন'। মানুষকে তিনি পাপ থেকে উদ্ধার করবেন।

### পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৭.১

**সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন**

১। মেঘ থেকে যে বাণী শোনা গেল সে অনুসারে যীশু কে ছিলেন?
ক) নবী খ) শিক্ষক গ) সেবক ঘ) ঈশ্বরের পুত্র

২। মনুষ্যপুত্রকে লোকদের হাতে কী করতে হবে?
ক) কষ্টভোগ করতে হবে খ) সম্মানিত হতে হবে গ) নিপীড়িত হতে হবে ঘ) বন্দী হতে হবে

৩। রূপান্তরের সময় যীশুর মুখ কেমন হয়েছিল?
ক) দুঃখভারাক্রান্ত খ) চন্দ্রের ন্যায় স্নিগ্ধ
গ) সূর্যের মতো উজ্জ্বল ঘ) আলোর মতো সাদা

৪। রূপান্তরের সময় যীশু কার সাথে কথা বলছিলেন?
ক) আব্রাহাম ও মোশির সঙ্গে খ) পিতর ও যাকোবের সঙ্গে
গ) মোশি ও এলিয়ের সঙ্গে ঘ) পিতর, যাকোব ও যোহনের সঙ্গে

## পাঠ–২ : নিজের মৃত্যু সম্বন্ধে যীশুর ভবিষ্যদ্বাণী
## (মার্ক ১০:৩২-৩৪)

**উদ্দেশ্য**

এই পাঠশেষে আপনি

- যীশুর মৃত্যু সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।
- যীশুর মৃত্যুর পর কী ঘটেছিল তা বলতে পারবেন।

**বিষয়বস্তু**

### ৭.২.১ আবার প্রভু যীশুর মৃত্যুর কথা

যীশু ও তাঁর শিষ্যেরা জেরুজালেমের পথে চললেন। যীশু তাঁদের আগে আগে হাঁটছিলেন; শিষ্যেরা অবাক হয়ে তাঁর সংগে যাচ্ছিলেন এবং যে লোকেরা পিছনে আসছিল তারা ভয়ে ভয়ে হাঁটছিল। যীশু আবার তাঁর বারোজন শিষ্যকে একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে নিজের প্রতি কী ঘটতে যাচ্ছে তা তাঁদের বলতে লাগলেন। তিনি বললেন, "আমরা জেরুজালেমে যাচ্ছি। সেখানে মনুষ্যপুত্রকে প্রধান পুরোহিতদের ও ধর্ম-শিক্ষকদের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হবে। তাঁরা তাঁর বিচার করে তাঁকে মৃত্যুর উপযুক্ত বলে স্থির করবেন এবং অযিহুদীদের হাতে দেবেন। অযিহুদীরা তাঁকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করবে, তাঁর গায়ে থুথু দেবে, তাঁকে ভীষণভাবে চাবুক মারবে এবং মেরে ফেলবে। তিন দিনের দিন আবার তিনি জীবিত হয়ে উঠবেন।"

**সার-সংক্ষেপ**

শেষবারের মতো যীশু জেরুজালেমে চলেছেন। সংগে তাঁর বারো জন শিষ্য এবং একদল অনুসারী। পথে যীশু তাঁর মৃত্যু বিষয়ে বলছেন। তাঁকে পুরোহিত ও ধর্মশিক্ষকদের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হবে। তারা তাঁর বিচার করে তাঁকে মৃত্যুদন্ড দেবে। তাঁকে অযিহুদীদের হাতে সমর্পণ করা হবে। তারা তাঁকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করবে, তাঁর গায়ে থুথু দেবে, তাঁকে ভীষণভাবে চাবুক মারবে। তারপর তাঁকে হত্যা করা হবে। কিন্তু মৃত্যুর পর তৃতীয় দিনে তিনি মৃত্যু থেকে পুনরুত্থান করবেন।

মনে রাখুন

তিন দিনের দিন তিনি আবার জীবিত হয়ে উঠবেন।

## শব্দার্থ ও শব্দটীকা

### ধর্মশিক্ষক

যিহুদী সমাজে ধর্মশিক্ষক একজন জ্ঞানী ব্যক্তি, যিনি শিক্ষাদান করেন এবং বিশেষত ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মের ব্যাপারে জ্ঞান দান করেন।

### নবী

যিনি ঈশ্বরের বাণী মানুষের কাছে প্রচার করেন তাঁকে প্রবক্তা/নবী বলা হয়। সেই বাণীর মধ্যে অনেক সময় ভবিষ্যতের পূর্বাভাস থাকে। পুরাতন নিয়মের নবীদের কয়েকজন হলেন: যিশাইয়, যিরমিয়, ইজিকিয়েল, দানিয়েল, হোশেয়, যোনা, ইত্যাদি। নতুন নিয়মে খ্রিষ্টিয় মন্ডলীর মধ্যে পবিত্র আত্মা কোন কোন লোককে নবী/প্রবক্তা হিসেবে ঈশ্বরের বাক্য/বাণী প্রকাশ করার ক্ষমতা দিয়েছেন।

### মনুষ্যপুত্র

এর আক্ষরিক অর্থ 'মানুষ' বা 'একজন মানুষ'। প্রবক্তা দানিয়েলের গ্রন্থে (৭:১৩) মনুষ্য শব্দটি "মানুষের ন্যায় একজনকে" বুঝানো হয়েছে যিনি মেঘবাহনে অধিষ্ঠিত প্রবীণের সামনে উপস্থিত হলে তাঁকে সমস্ত প্রভুত্ব, মহিমা ও রাজত্ব প্রদান করা হয়। নতুন নিয়মে মঙ্গলসমাচারে যীশু অর্থাৎ মশীহের একটি উপাধি বা পদবী হিসেবে মনুষ্যপুত্র কথাটি ৮২ বার ব্যবহার করা হয়েছে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৭.২

### সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। মৃত্যুর আগে যীশু শিষ্যদের নিয়ে কোথায় গিয়েছিলেন?
ক) কালভারী পর্বতে খ) বৈথলেহমে
গ) জেরুজালেমে ঘ) বৈথনিয়াতে

২। প্রধান পুরোহিত ও ধর্মশিক্ষকরা যীশুর প্রতি কী করবেন?
ক) বিচার করে তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করবেন খ) তাঁকে প্রাণদন্ড দিবেন
গ) বিচার করে মৃত্যুর যোগ্য বলে স্থির করবেন ঘ) বিচার করে বেত্রাঘাত করবেন

৩। অযিহুদীরা যীশুর প্রতি কী করবে?
ক) চাবুক মারবে এবং মেরে ফেলবে খ) মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করবে
গ) শাস্তির যোগ্য বলে প্রমাণ করবে ঘ) তাঁকে অপমান ও ঘৃণা করবে

৪। মৃত্যুর তিন দিনের দিন মনুষ্যপুত্র কী করবেন?
ক) স্বর্গারোহণ করবেন খ) জীবিত হয়ে উঠবেন
গ) পাতালে অবরোহণ করবেন ঘ) শিষ্যদের কাছে পুনরায় দেখা দিবেন

# পাঠ–৩ : যীশুর জেরুজালেমে প্রবেশ
# (মার্ক ১১:১-১১)

**উদ্দেশ্য**

এই পাঠশেষে আপনি

- যীশু কিভাবে জেরুজালেমে প্রবেশ করেছিলেন তা বলতে পারবেন।
- যীশুকে লোকেরা কিভাবে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল তা বর্ণনা করতে পারবেন।

**বিষয়বস্তু**

## ৭.৩.১ জেরুজালেমে প্রবেশ

তাঁরা জেরুজালেমের কাছাকাছি পৌঁছে জৈতুন পাহাড়ের গায়ে বৈৎফগী ও বৈথনিয়া গ্রামের কাছে আসলেন। সেখানে পৌঁছে যীশু তাঁর দু'জন শিষ্যকে এই বলে পাঠিয়ে দিলেন, "তোমরা ঐ সামনের গ্রামে যাও। গ্রামে ঢুকবার সময় দেখতে পাবে একটা গাধার বাচ্চা সেখানে বাঁধা আছে। তার উপরে কেউ কখনও চড়েনি। তোমরা ওটা খুলে এখানে নিয়ে এসো। যদি কেউ তোমাদের জিজ্ঞাসা করে, 'কেন তোমরা এটা করছ?' তবে বোলো, 'প্রভুর দরকার আছে; তিনি ওটাকে তাড়াতাড়ি করে আবার ফিরিয়ে দেবেন।'"

তখন তাঁরা গিয়ে দেখলেন গাধার বাচ্চাটা রাস্তার উপর ঘরের দরজার কাছে বাঁধা আছে। তাঁরা যখন গাধাটার বাঁধন খুলছিলেন, তখন যারা সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল তারা বলল, "তোমরা কী করছ? গাধার বাচ্চাটা খুলছ কেন?"

## ৭.৩.২

যীশু যা বলতে বলেছিলেন শিষ্যেরা লোকদের তা-ই বললেন। তখন লোকেরা গাধাটা নিয়ে যেতে দিল। তাঁরা সেই গাধার বাচ্চাটা যীশুর কাছে এনে তার উপর তাঁদের গায়ের চাদর পেতে দিলেন। যীশু তার উপরে বসলেন। অনেক লোক তাদের গায়ের চাদর রাস্তার উপরে বিছিয়ে দিল, আর অন্যেরা মাঠের গাছপালা থেকে পাতাসুদ্ধ ডাল কেটে এনে পথে ছড়িয়ে দিল। যারা যীশুর সামনে ও পিছনে যাচ্ছিল তারা চিৎকার করে বলতে লাগল,

"হোশান্না! প্রভুর নামে যিনি আসছেন,
  তাঁর গৌরব হোক।
আমাদের পিতা দায়ূদের যে রাজ্য আসছে,
  তার গৌরব হোক।
স্বর্গেও হোশান্না!"

যীশু জেরুজালেমে গিয়ে উপাসনা-ঘরে ঢুকলেন এবং চারদিকের সব কিছুই লক্ষ্য করলেন, কিন্তু বেলা গিয়েছিল বলে তাঁর বারোজন শিষ্যকে নিয়ে তিনি বৈথনিয়াতে চলে গেলেন।

**সার-সংক্ষেপ**

গাধার পিঠে চড়ে যীশু জেরুজালেমে প্রবেশ করছেন। সবাই যীশুকে রাজার মতো সম্মান দেখালো। তাদের গায়ের চাদর তারা মাটিতে পেতে দিল। গাছের ডাল কেটে পথে বিছিয়ে দিল। আর চিৎকার করে বললো, 'হোশান্না, যিনি প্রভুর নামে আসছেন তাঁর জয় হোক।'

**মনে রাখুন**

প্রভুর নামে যিনি আসছেন তাঁর গৌরব হোক। আমাদের পিতা দায়ূদের যে-রাজ্য আসছে তাঁর গৌরব হোক।

**শব্দার্থ ও শব্দটীকা**

**জেরুজালেম**

হিব্রু রাজতন্ত্রের ও যিহুদা রাজ্যের রাজধানী জেরুজালেম মানে হলো 'শান্তির নগর'। এ নগরটি 'ঈশ্বরের নগর' বা 'পবিত্র নগর' নামেও পরিচিত। শিশু বয়সে যীশুকে জেরুজালেম মন্দিরে উৎসর্গ করা হয়। আবার এখানেই বারো বছর বয়সে নিস্তারপর্বের উৎসব পালন করবার পর তিনি বাড়ী না ফিরে গিয়ে পন্ডিতদের (ধর্ম শিক্ষকদের) সাথে বসে শাস্ত্র আলোচনা করছিলেন। এই শহরে প্রভু যীশুর মৃত্যু, পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহণ হয়েছিল। জেরুজালেম নগরটি ঈশ্বর তাঁর নিজ পছন্দ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে আজও এ নগরী পুণ্য নগরী হিসেবে পৃথিবীতে সমাদৃত হয়ে আসছে।

বৈথনিয়া: (ইউনিট ৩.৫-এর শব্দটীকা দেখুন)

**হোশান্না**

একটি হিব্রু শব্দ। এর অর্থ "আমাদের উদ্ধার কর"। সদাপ্রভুকে আহ্বান করার সময় এই শব্দটি ব্যবহৃত হতো। যিহুদী উপাসনায়, বিশেষ করে পঞ্চাশত্তমী পর্বের উপাসনায় এই শব্দটি ব্যবহৃত হতো। যীশুর জেরুজালেমে প্রবেশের সময় জনতা হর্ষধ্বনি করে এই শব্দটি ব্যবহার করেছিল।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৭.৩

### সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। যীশু কিভাবে জেরুজালেমে প্রবেশ করেছিলেন?
ক) পায়ে হেঁটে খ) গাধার পিঠে চড়ে গ) পালকিতে চড়ে ঘ) গাড়ীতে চড়ে

২। যীশুর সামনে ও পিছে লোকেরা কী বলে চিৎকার করছিল?
ক) দায়ূদ সন্তানের জয় খ) যীশুর গৌরব হোক গ) হোশান্না ঘ) যিহুদীরাজের জয়

৩। জেরুজালেমে গিয়ে যীশু কী করলেন?
ক) শিষ্যদের নিয়ে খেতে বসলেন খ) উপাসনা ঘরে ঢুকলেন
গ) প্রার্থনা করতে শুরু করলেন ঘ) বিশ্রাম করতে গেলেন

### রচনামূলক প্রশ্ন

১। যীশুর দিব্য রূপান্তরের ঘটনাটি নিজের ভাষায় বর্ণনা করুন। (৭.১.১ – ৭.১.৩ অনুচ্ছেদ দেখুন)
২। দিব্য রূপান্তরের সময় কে কে যীশুর সংগে দেখা করতে এসেছিলেন? (৭.১.১ অনুচ্ছেদ দেখুন)
৩। মেঘ থেকে কী বাণী আসলো? (৭.১.২ অনুচ্ছেদ দেখুন)
৪। জেরুজালেমের দিকে যীশুর যাত্রার ঘটনা বর্ণনা করুন। (৭.৩.১ এবং ৭.৩.২ অনুচ্ছেদ দেখুন)
৫। জেরুজালেমে প্রবেশের সময় জনতা কীভাবে যীশুকে সম্মান দেখিয়েছিল তা বর্ণনা করুন। (৭.৩.২ অনুচ্ছেদ দেখুন)
৬। যীশু তাঁর মৃত্যু সম্বন্ধে যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তা ব্যাখ্যা করুন। (৭.২.১ অনুচ্ছেদ দেখুন)
৭। মনুষ্যপুত্র অর্থ কী? যীশু কেন মনুষ্যপুত্র বলে নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন? (২য় পাঠের শব্দটীকা দেখুন)
৮। প্রধান পুরোহিত ও ধর্মশিক্ষকরা যীশুর প্রতি কিরূপ আচরণ করবে বলে যীশু ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন? (৭.২.১ অনুচ্ছেদ দেখুন)
৯। যীশু যে গাধাটির পিঠে চড়ে জেরুজালেমে প্রবেশ করেছিলেন সেটি শিষ্যেরা কোত্থেকে কিভাবে জোগাড় করেছিলেন? (৭.৩.১ অনুচ্ছেদ দেখুন)
১০। টীকা লিখুন:
নবী (২য় পাঠের শব্দটীকা), মোশি (১ম পাঠের শব্দটীকা), খ্রীষ্ট (১ম পাঠের শব্দটীকা), মনুষ্যপুত্র (২য় পাঠের শব্দটীকা)

## উত্তরমালা

### পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৭.১

১। ঘ, ২। ক, ৩। গ, ৪। গ

### পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৭.২

১। গ, ২। গ, ৩। ক, ৪। খ

### পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৭.৩

১। খ, ২। গ, ৩। খ